পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 36 ❑ 24 Nov., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

সোনা পাচারে নাম জড়ালো তৃণমূল নেতার ছেলের, কটাক্ষ বিরোধীদের

প্রতিনিধি ঃ সোনা পাচার কাণ্ডে গ্রেফতার বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা শংকর আঢ্যর ছেলে শুভ আঢ্য। এই গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল বনগাঁর রাজনৈতিক মহলে। সূত্রে খবর বাংলাদেশ থেকে সোনা পাচারের অভিযোগে ডিআরআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তণ চেয়ারম্যানের ছেলে শুভ আঢ্য ও অমিত ঘোষ, যিনি সম্পর্কে শংকর আঢ্যর শ্যালক।

উল্লেখ্য, গত মাসে বনগাঁ সীমান্ত থেকে ২ জনকে গ্রেপ্তার করে সোনা পাচারের মূল মাথা হিসেবে এই দু'জনের নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা। এরপরই শুভ ও অমিতকে গ্রেপ্তার করেন ডিআরআই। গত অক্টোবর মাসে সীমান্ত শহর বনগাঁ থেকে ২ কেজি সোনা সমেত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের অফিসাররা গ্রেপ্তার করেন অনুপম মিত্র, অনীক মণ্ডল নামে দুই যুবককে। এদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞসাবাদের সময় বেশ কিছু তথ্য আসে তদন্তকারীদের হাতে।

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে সোনা এনে এখানে গহনা তৈরি করা হত। তারপর সেই গহনা আবার পাচার হতো বাংলাদেশে। কারণ, সে দেশে কলকাতার নকশা করা সোনার গহনার বিপুল চাহিদা। আর সেই চাহিদাকেই কাজে লাগাত পাচারকারীরা।

অনুপম ও অনীকের মোবাইলের কললিস্ট পরীক্ষা করে প্রথমে অমিত ঘোষের নাম হাতে পান তদন্তকারীরা। এরপর মেলে শুভ আঢ্যর নাম। কলকাতা

থেকে বৃহস্পতিবার তাঁদের দু'জনকে গ্রেপ্তার করে ডিআরআই।

বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, শংকর বাবুর ছেলে শুভই পারিবারিক ব্যবসা দেখভাল করেন। এমন কি শংকর বাবুর স্ত্রী জোৎস্না আঢ্য বর্তমানে বনগাঁ পৌরসভার উপপৌরমাতা, আর সেকারণেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তার ছেলেকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিরোধীরা শংকর আঢ্যর বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন বলে দাবী শংকরবাবুর ঘনিষ্ট মহলের।

এই বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদাস মন্ডল বলেন, "শংকর আঢ্য সোনা পাচার সহ একাধিক অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এখানকার সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে যত সোনা পাচারের কারবার হয়, তিনি তার মূল মাথা। ওঁর ছেলের গ্রেফতারিতে সেটাই প্রমাণ হলো।" সোনা পাচারে তৃণমূল নেতার ছেলের নাম জড়ানোর বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে। যদি কেউ দোষী হয়, অবশ্যই আদালত বিচার করবে।"

যদিও ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে শংকর আঢ্য বলেন, "ডিআরআই আধিকারিকেরা কয়েকবার আমার বাড়িতে ও দোকানে এসেছে। কোথাও কিছু পায়নি। আমার ছেলে নিজেই আজকে দেখা করতে গিয়েছিল। ছেলের জামিন হয়ে গিয়েছে।

আমার ছেলেকে যখনই ডাকা হবে, তখনই যাবে। আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা আছে। বিরোধীরা কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে। ওদের কথার কোন গুরুত্ব নেই।"

ভোট আসলেই ডাল কুকুর ছেড়ে দেওয়া হয়, দাবি সেলিমের

প্রতিনিধি ঃ ভোট আসলেই সিএএ, এন আর সি এবং নাগরিকত্বের প্রশ্নে ডাল কুত্তা ছেড়ে দেওয়া হয়। যাতে মানুষ কোথায় চাকরি, শিক্ষা, কাজ, এই প্রশ্ন না তুলতে পারেন। কুকুরের লেজ নাড়িয়ে চেন খুলে ছেড়ে দেওয়া হয়। ততক্ষণে ভোট শেষ হয়ে যায়। মানুষ তখন বলেন, আমাকে বাঁচাও। প্রধানমন্ত্রী বলেন আমি বাঁচাবো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি বাঁচাবো। আদতে কেউ বাঁচাবে না। মানুষই মানুষকে বাঁচাবে।"

বুধবার গাইঘাটার ঠাকুরনগরে এক সভায় এসে সিএএ এনআরসি প্রশ্নে এভাবেই বিরোধীদের বিঁধলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম। বুধবার থেকে গাইঘাটার ঠাকুরনগরে শুরু হয়েছে

সিপিএমের সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন। প্রায় হাজার পাঁচেক কর্মী সমর্থক মাঠে উপস্থিত হন। ওই সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিতে এসেছিলেন সেলিম। এদিন ভাষণে তিনি বিজেপি তৃণমূল, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে তুলোধোনা করেন।

নাগরিকত্বের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, "২০০৫ সালে স্পিকারের সামনে ভোটার তালিকা ছুড়ে দিয়েছিলেন। তখন বলেছিলেন, এই তালিকায় বাংলাদেশী ঢুকে গিয়েছে। এখন বলছেন ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তারাই নাগরিক। তাহলে তখন কেন ওই কথা বলেছিল? দ্বিতীয় পাতায়...

বনগাঁয় শুরু তেলের লক্ষ্যে খনন কার্য

প্রতিনিধি ঃ অশোকনগরের পর এবার বনগাঁয় খনিজ তেলের হদিস পেতে অনুসন্ধান শুরু করল ওএনজিসি। বেশ কয়েকদিন ধরে বনগাঁর বেশ কিছু এলাকায় মাটি খুঁড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তেল আছে কিনা সেই সন্ধান চালাচ্ছে। মঙ্গলবার এর পর বুধবার সকালেও বনগাঁর দেবগড় ও শক্তিগড় এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় মাটির নমুনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যায় সংস্থার একদল কর্মীকে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাগুলিতে এসে ভিড় করে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, এলাকা থেকে তেল উত্তোলন হলে এলাকার উন্নতি হবে। সাধারণ ছেলে মেয়েরা কর্মসংস্থান পাবে। সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় নিয়মিত মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে তৃতীয় পাতায়...

৬ মায়ানমারের বাসিন্দা ধৃত

প্রতিনিধি ঃ দালাল, শিশু ও মহিলা সহ ৬ মায়ানমারের বাসিন্দাকে গ্রেফতার করলো গাইঘাটা থানার পুলিশ। বুধবার সকালে পুলিশ চাঁদপাড়া বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম, মোহাম্মদ শফিক, ইয়াসমিন আক্তার, মাহমুদ হোসাইন ও মোহাম্মদ ইয়াস। তৃতীয় পাতায়...

মহিলাকে ঘরে বন্দি করে রাখল বাসিন্দারা

প্রতিনিধি ঃ খাদ্য দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগ, মহিলাকে ঘরে বন্দি করে রাখল বাসিন্দারা। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার তৃতীয় পাতায়...

সভার আয়োজক কারা, বিতর্ক

প্রতিনিধি ঃ সিএএ নিয়ে ২৬ শে নভেম্বর একটি সভার আয়োজন করেছে বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ঠাকুরনগর খেলার মাঠে ওই সভায় আসার কথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের। ওই সভার আগে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সভার আয়োজক কারা তা নিয়ে শুরু বিজেপির অন্দরে চাপান-উত্তর। শান্তনু বাবু বলেন, "বিজেপির পক্ষ থেকেই ওই সভা ডাকা হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামপদ দাস বলেন, "মতুয়াদের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠান।"

এদিন ঠাকুরনগরে ওই সভার প্রস্তুতি সভা ডেকেছিলেন শান্তনু বাবু। সেখানে বিজেপির অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ওই সভা থেকে শান্তনু বাবু বলেন, "২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগেই সারা ভারত বর্ষ জুড়ে সিএএ লাগু করা হবে। আমাদের সভা আগামী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একই রকম সভা করা হবে।"

হঠাৎ কেন সিএএ নিয়ে এই সভার আয়োজন। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, "রাজ্য রাজনীতিতে শান্তনু বাবু এখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে নিজের দর বাড়াবার জন্য তিনি মতুয়াদের নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। এবং এর আগেও বিধানসভা ভোটের আগে তিনি যখনই দলের মধ্যে চাপে পড়েছেন তখনই মতুয়াদের মধ্যে সিএএ এর দাবি তুলেছিলেন। ঠিক একইভাবে আবারো তিনি দাবি তুললেন।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরবার ও কয়েকদিন আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ঠাকুরনগরে এসেছিল। তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৩৬ ❐ ২৪ নভেম্বর, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

সৌজন্য কি কম পড়ল? রাজনীতিতে এত কেন ব্যক্তি আক্রমণ, কুকথার স্রোত

সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য অখিল গিরি রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে যে কুকথা বলেছেন, তাই নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজ্যজুড়ে। অখিলের কুমন্তব্যের কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন। এখানেই হয়তো শেষ হয়ে যেতে পারতো এই ইস্যু, কিন্তু হলো কি?

অখিল প্রশ্নে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, অখিলকে কান ধরে মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দেওয়া উচিত। এখানেই থামেননি তিনি, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশেও আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। আবার তার পাল্টা বক্তব্য রেখেছেন ববি হাকিম। অন্যদিকে অখিলের মন্তব্যের সমালোচনা করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন যে, এ কোন সংস্কৃতির মধ্যে চলছে? তিনি আরও বলেন যে, দিনের পর দিন সোনিয়া গান্ধীকে নানা কুবাক্য করা হয়েছে আইনসভায়। নীতিবোধ তখন কোথায় থাকে?

মনে পড়ে যায় আগের জমানার কথা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্লামেন্টে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভূয়সী প্রশংসা করে ইন্দিরাকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আবার আমেরিকা সফরে ইন্দিরার সঙ্গে রোনাল্ড রেগনের মতবিরোধ হওয়ার পর ইন্দিরা বাজপেয়ীকেই আমেরিকা সফরে পাঠান। তর্ক-বিতর্ক, বিরোধিতা নেহেরুর আমল থেকেই ছিল কিন্তু শালীনতা ভেদ করেনি কখনও। এ রাজ্যে জ্যোতিবাবুর আমলে, মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন কেন্দ্র বা রাজ্যের। তিনি সমালোচনা করেছেন মমতারও। আবার মমতাও প্রশাসনের চরম বিরোধিতা করেছেন কিন্তু কখনও তা সীমা ছাড়িয়ে যায়নি।

তৃণমূলের প্রথম আমলে বিরোধী নেতা হন সূর্যকান্ত মিশ্র। পরের বার অর্থাৎ ২০১৬-তে আসেন কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান। তাঁরা সরকারের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন কিন্তু ব্যক্তি আক্রমণে যাননি কেউ। এই সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে গত ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে। কুকথা, কুৎসিত ভাবে ব্যক্তি আক্রমণ চলছে। তৃণমূল থেকে এমন অভিযোগ অহরহ করা হয় যে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, যিনি একসময় রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন, তিনিও নানাভাবে ব্যক্তি আক্রমণ করেন। কমতি যান না তৃণমূলের কুনাল ঘোষরাও। গতকাল শুভেন্দু জানিয়েছেন যে, তিনি কারোর নাম করে ব্যক্তি আক্রমণ করেন না। কুনালও জানিয়েছেন, তিনি ব্যক্তি আক্রমণ করেননি। কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ইদানিং যে ভাষা বিজেপি ও তৃণমূলের সমর্থকরা করছেন, তা পড়ার অযোগ্য। পিছিয়ে নেই বামপন্থীরাও। তাঁদের সূক্ষ্ম গালিগালাজ সবচাইতে উচ্চস্থানে রয়েছে।

ভোট আসলেই ডাল কুকুর ছেড়ে দেওয়া হয়- সেলিমের

প্রথম পাতার পর

এদিনের সভামঞ্চ থেকে পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তিনি। সেলিম বলেন, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি একা পার্থ চট্টোপাধ্যায় করেনি। তৃণমূলের মন্ত্রী এমপিদের পক্ষেও করা সম্ভব ছিল না। কয়েকজন পুলিশ এই কাজে যুক্ত। তারাই ভোট লুট করে। সকলের নাম আমরা খাতায় লিখে রাখছি। আইন মেনে চলুন, সংবিধান মেনে চলুন।

কয়লা পাচার, সোনা পাচার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেন।" তিনি বলেন, "কয়লা কাণ্ড ও সোনা কাণ্ড থেকে ভাইপো ও তার স্ত্রীকে বাঁচাতে মানুষের ভবিষ্যৎকে মুখ্যমন্ত্রী বাজি রেখেছেন।" তৃণমূলে থাকা সকলেই চোর নয় দাবি করে সেলিম বলেন, "তৃণমূলে যারা ভাল লোক আছে তাদের বলব একটু সরে দাঁড়ান।" কেন্দ্র থেকে রাজ্যের পাওনা গণ্ডা নিয়ে ইদানিং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে উত্তর শুরু হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা বলেন, "কেন্দ্রের কাছে কত টাকা পাওনা, কেন্দ্র কত টাকা দিয়েছে, এই সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাতে হবে।"

সেলিমের বক্তব্য প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকতে থাকতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গিয়েছে। ওরা এখন বিজেপি নেতাদের মতন অসভ্য কথাবার্তা বলছে। মানুষ ওদের ছুড়ে ফেলে দেবে।"

বিষয়- বিজ্ঞান

দূরের তারকায় মানুষ কি কখনো যেতে পারবে?

অজয় মজুমদার

সৌরজগৎ ছাড়িয়ে তারকায় অভিযান পাঠানো কোনদিনই সম্ভব হবে কি? সবচেয়ে কাছের তারকা আলফা- প্রক্সিমা-র দূরত্ব হলো চার আলোক বৎসর। আলোকের বেগ নিয়ে ছুটতে পারলে এবং সরলরেখা বরাবরে গেলে ওই তারকার পৌঁছাতে সময় লাগবে চার বছর। কিন্তু আলোকের বেগ নিয়ে কোন বস্তু চলতে পারে না। আর তার কাছাকাছি বেগ নিয়ে যদি কোন বস্তু চলে, সেই বস্তুর ওপর আপেক্ষিকতার প্রভাব পড়বে। মানুষের দেহে বা মনে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, তাও আমাদের জানা নেই। তাই অবশ্যই একটি সীমিত বেগ নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু এভাবে চললে তো সময় লাগবে কয়েক শত বছর। অভিযাত্রীর কোন অধস্তন মানুষ সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে। এত বছরের মতন এতজন লোকের খাবার দাবার নিতে হলে তো যানটি হবে লোহার নৌকার মতো। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প যারা লেখেন, তারা একটা পদ্ধতিতে তারকার অভিযানী পাঠিয়েছেন। অ্যাপেলো-১১ এর অনেক আগেই তো জুলে ভার্নে চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিলেন। সেই পদ্ধতিটি আলোচনা করা হলো।

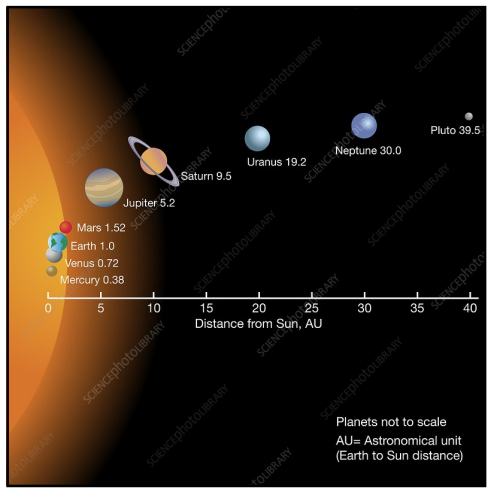

উদ্ভিদের বীজ ঠিকমত সংরক্ষণ করে রেখে বহু বছর পরেও সেগুলিকে অঙ্কুরিত করা যায়। এমনকি ডিম সংরক্ষণ করে তাকে বহু বছর পরে ফুটিয়ে তোলা যায়। সংরক্ষণ ব্যবস্থার আরও উন্নতি করে মানুষের দেহকে বরফে জমিয়ে হিমশীতল করে তাকে সংরক্ষণ করা হবে। এইভাবে সংরক্ষণ করা দেহ মহাকাশযানে বসিয়ে তারকায় পাঠানো হবে। শত শত বছর পরে সেই দেহ তারকায় পৌঁছালে সেই দেহে তখন প্রাণটি জেগে উঠবে। দেহটি সংরক্ষিত ছিল বলে বৃদ্ধ হয়ে যায়নি। শত শত বছরের ছাপ পড়েনি। তাজা মন ও দেহ নিয়ে সে জেগে উঠবে। অবশ্য সত্যি সত্যি যেদিন তারকায় মানুষ যাবে, এই পদ্ধতিতে যাবে কিনা তা বলা যায় না। তারকায় ও একদিন অভিযাত্রী গিয়ে পৌঁছাবেন, এমনকি সুদূরতম সেই তারকাটি আমাদের এই ছায়াপথের শেষ প্রান্তে। তারকায়ও অভিযাত্রী গিয়ে পৌঁছালেন; তাহলে কি এই মহাবিশ্বে পরিক্রমা আমাদের শেষ হলো? তা মোটেই নয়।

আমাদের এই ছায়াপথের পরেও আরো লক্ষ লক্ষ ছায়া পথ রয়েছে, এবং এই সমস্ত ছায়া পথেও আমাদের মতই অসংখ্য তারকা রয়েছে, তাদের ঘিরেও হয়তো গ্রহ জগৎ রয়েছে, এবং এই সমস্ত গ্রহদের কোন কোনটিতে হয়তো মানুষ রয়েছে। তাদের সঙ্গে কি আমরা যোগাযোগ করতে পারব? আমাদের সবচেয়ে কাছের ছায়াপথটিই হল ১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে ও মাত্র চার আলোকবর্ষ দূরের তারকায় যেতে হলেই আমরা যে সমস্যায় পড়ে যাই, সে কথা মনে রেখে ১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথে যাবার কথা কি ভাবা যায়? এ প্রশ্নের জবাব ভাবি কালের বিজ্ঞানীরাই দিতে পারবেন। তবে আমরা আশা ছাড়িনি।

মুসলিম-এর বাদ্যের তালে মন্ত্রোচ্চারণ করেন হিন্দুরা

নির্মল বিশ্বাস

এখানে ধর্ম ও বিগ্রহের অর্চনা গৌণ। এই দেবস্থানে পুজো হয় সম্প্রীতির। হিন্দু মুসলমান বিবাদমান বিভেদকে দূরে সরিয়ে রেখে এখানে একাত্ম হয় সর্বধর্মের মানুষ। অসম্ভব মনে হলেও ঠিক এমনই চিত্র দেখতে অভ্যস্থ হিমাচল প্রদেশের উনা জেলার চিন্টপূর্ণী মন্দিরের মানুষ।

আর ঠিক একই অভিজ্ঞতা হবে কাঙরা জেলার চামুণ্ডা ও জওয়ালাজি এবং বিলাসপুর জেলার নয়নাদেবীর মন্দিরে গেলে। এইসব মন্দিরগুলিতে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করেন, মুসলিম বাদকের বাদ্যের তালে। আচারণ বিধি মেনে পুজো শুরু করেন। আর এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী ঢাক এবং সানাই বাজিয়ে পুজোর কাজে হাত লাগান। এমন ঘটনা দু-এক দিনের নয়, গত কয়েক প্রজন্ম ধরেই একই সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি চলে আসছে হিমাচল প্রদেশের মন্দিরগুলিতে।

তবে কেবলমাত্র এই মন্দিরগুলিই নয়, হিমাচল প্রদেশের অধিকাংশ মন্দিরেই ধর্মীয় রীতিনীতি মানার ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ এখানে একটি সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কয়েক প্রজন্ম ধরে মন্দিরের পূজারীর আসনে থাকা প্রেম প্রসাদ পণ্ডিত জানালেন, এখানকার মন্দিরের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের একাত্মতা নতুন কথা নয়। শুধুমাত্র হিন্দু মতে পূজার আচার বিধি পালনের ক্ষেত্রে নয়, মন্দির স্থাপত্য, ভাস্কর্য তৈরির কাজেও একটা বড় ভূমিকা রয়ে গিয়েছে মুসলমানদের। এখানকার অধিকাংশ মন্দিরে দৃষ্টিনন্দন শৈল্পিক কারুকার্য যে কারিগরদের হাতে তৈরি হয়েছে তারা ধর্মের দিক থেকে অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের। কাজেই মন্দিরগুলির ভিত্তি প্রস্তরই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ধরমশালার কাছে খানিয়ারা গ্রামের

বাসিন্দা রফিক মহম্মদ একটি হিন্দু মন্দিরে পুজোর সময় ঢাক আর সানাই বাজান। তিনি জানালেন, কয়েক প্রজন্ম ধরেই এটাই তাদের পারিবারিক পেশা। আর এই কাজের বিনিময়ে মন্দিরে উৎসর্গ করা প্রসাদ ও অন্যান্য উপাদানের অংশও পান তিনি। মহম্মদ আরও জানালেন, এলাকার হিন্দুরাও তাঁদের বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন। আবার হিন্দু বাড়িতে যে কোনও অনুষ্ঠানে তাঁকেও ডাকেন, তিনিও অনুষ্ঠান সামিল হন।

হিমাচল প্রদেশের একটি জনপ্রিয় বার্ষিক মেলা মিনজার। প্রধানত হিন্দুদের মেলা হলেও মিনজারে মুসলমানদের বেশ বড় রকমের ভূমিকা নিতে দেখা যায়। চাম্বা শহরে প্রতিবছর আয়োজিত এই মেলা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ অংশগ্রহণে কার্যত মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। প্রাচীন রীতি মেনে এলাকার নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে এই মেলায় নতুন রঙিন বস্ত্র পরিধান করে একত্রিত হন। মিনজার মেলার মাধ্যমে আসলে বৃষ্টির দেবতাকে অর্চনা করা হয়। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক পরিমাণ বৃষ্টি আর ভালো ফলনের জন্য বৃষ্টির দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন এলাকার মানুষ। এই মিনজার মেলায় সিল্কের ওপর সূচি শিল্পের কাজ করা যে পোশাক হিন্দুদের কাছে সব থেকে প্রিয়, তা বছরভর নিজেদের নিপুণ হাতে তৈরি করেন মুসলমান শিল্পীরা। এমনই এক সূচি শিল্পের কারিগর হাসমি শোনালেন তাঁর কথা, চার পুরুষ আগে তাঁদের পরিবার পাকিস্তান থেকে এই চাম্বা এলাকায় কাজের সন্ধানে এসেছিলেন। এরপর এখানকার স্থায়ী বসতি হয়ে যান তাঁরা। প্রায় এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই পেশায় যুক্ত থেকে রুটি রুজির সংস্থান করে চলেছেন হাসিমরা।

ধরমশালা থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যেম পালামপুর শহরের কাছে খলেট গ্রামে মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা একইভাবে পাশাপাশি সহাবস্থান করে ঈশ্বরের আরাধনা করেন এলাকার সর্বধর্মের মানুষ। সংবিধানে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কার্যত ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ, হিন্দু-মুসলমান বিবাদের মতো স্পর্শকাতর বিষয় আর দ্বিতীয় কিছু নেই। আর এই প্রেক্ষাপটে হিমাচল প্রদেশের মন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিরল দৃশ্য ফুটে উঠেছে, তাকে যে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সব চয়ে সশব্দ জবাব বললে অত্যুক্তি হয় না।

খোলা আকাশের নীচে নাট্যোৎসব আকাঙ্খার

নীরেশ ভৌমিক ঃ সারাদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল আকাঙ্খা। নাট্যোৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য সাজে সেজে ওঠে খাঁটুরার চক্রবর্তী নাচ ময়দান। ১৪ নভেম্বর সকালে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিনভর নানা কর্মসূচীর সূচনা করেন গোবরডাঙার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত। সকালেই শুরু হয় ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছিল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। মধ্যাহ্নে আয়োজিত সেমিনারে শিশুদের মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনে থিয়েটারের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব দিবাকর চক্রবর্তী, শুভাশিস রায় চৌধুরী, বাবু ঘোষাল ও অধ্যাপিকা তোপিয়া বসু। সঞ্চালনায় ছিলেন আকাঙ্খার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক সৌরভ দাস।

শিশু দিবসের সন্ধ্যায় আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্থানীয় গীতিকুঞ্জের কচিকাঁচাদের সংগীতানুষ্ঠান ও বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী দেবযানী গাঙ্গুলীর পরিচালনায় আকাঙ্খার সদস্যদের নৃত্যানুষ্ঠান। এদিন মঞ্চস্থ হয় শিশু কুশীলবদের ৩ খানি নাটক। শুরুতে রানাঘাট তুনীর থিয়েটার প্রযোজিত রাজার জামা, দ্বিতীয় নাটক বিরাটি ডাকঘর প্রযোজিত নাটক খোকা হাতি বোকা হাতি, শেষ নাটক আয়োজক সংস্থা আকাঙ্খা প্রযোজিত ও দীপাঙ্ক দেবানাথ নির্দেশিত মজার নাটক 'টুকলিবোমা'। পরিবেশিত নাটকাগুলি সমবেত দর্শক সাধারনের মনোরঞ্জন করে। নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রতাপ সেন শঙ্খদীপ রায় চৌধুরী ও ড.জয়শ্রী মিত্র প্রমুখ।

ঠাকুরনগর প্রতিধ্বিনির প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ সম্প্রতি ঠাকুরনগরের প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস সদস্যগন নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করে। সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস জানান, ১৯৯৫ সালে ১৪ নভেম্বর শিশু দিবসের পুণ্য দিনে প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। এই দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে সদস্যরা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সন্ধ্যায় সংস্থার মহলা কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সদস্য-সদস্যাগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

কালাজ্বর দূরীকরণে উদ্যোগী জেলা স্বাস্থ্য দফ্তর, সচেতনা মূলক প্রচারাভিযানে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী

নীরেশ ভৌমিক ঃ উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট স্বাস্থ্যজেলার উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে কালাজ্বর

দূরীকরণে প্রচারাভিযান। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিকের নির্দেশে একাজে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন লোক শিল্পী ও মূকাভিনয় এর টিমগুলিকে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা উপদ্রুত এলাকার বিভিন্ন গ্রাম শহরে অনুষ্ঠান করে মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

করোনা, টি বি, পোলিও, মানসিক রোগ ইত্যাদির পর এবারে কালাজ্বর দূরীকরণে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য আধিরিকের নির্দেশে প্রচারে নেমেছে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার এর মূকাভিনয় শিল্পীগণ।

সংস্থার কর্ণধার পুরস্কারপ্রাপ্ত মূকাভিনেতা গত ১৬ নভেম্বর বসিরহাটের খোলাপোতা, ভ্যাবলা কালীবাড়ি,মুয়ারিশা চৌমাথা, দক্ষিণ আকরাতলা ও ন্যাজাট ফোরিঘাটে কালাজ্বর দূরীকরণে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করেন।

পরদিন হাসনাবাদ, মিনাখা, সন্দেশখালি ১নং ও ২নং এলাকার ভেবিয়া বাসস্ট্যান্ড, মালঞ্চ বাসস্ট্যান্ড, হাটগাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বেরামজুর ও ধামাখালি বাজার এলাকায় কালাজ্বর দূরীকরণে প্রচারমূলক অনুষ্ঠান করেন। সাধারন মানুষজন দাঁড়িয়ে মাইম শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখেন।

ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর সম্পাদক বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, আগামী ২১-২৩ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুমারখালি ও ক্যানিং এলাকায় কালাজ্বর প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে।

খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির ৩৬ তম বর্ষ উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ সংস্কৃতির পীঠস্থান গোবরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি গত ১৩ নভেম্বর তার ৩৬ প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উদ্‌যাপন করে। বর্ণময় গতিশীল এই ৩৬ তম বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে এদিন সংস্থার উদ্যোগে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিল্পাঞ্জলির সদস্য- সদস্য গণ।

এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার শিক্ষার্থী গণের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক 'ভারতবর্ষ সূর্যেরই এক

নাম' সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিনে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পৌরসভার সংস্কৃতিপ্রেমী পৌরপতি শংকর দত্ত, স্থানীয় স্বামীজি সেবা সংঘ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জ্যোতিপ্রকাশ কবিরাজ, চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রত্না রায়, ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী প্রমুখ। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। প্রধান অতিথি পৌরপতি শংকর দত্ত বলেন, শিল্পাঞ্জলির কর্ণধার মলয় বিশ্বাসের পরিবার দীর্ঘদিনের একটি সাংস্কৃতিক পরিবার। প্রধান শিক্ষিকা রত্না রায় বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বৎসরে শিল্পাঞ্জলি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে। সংগীত, নৃত্য ও নাটকের পর এখন পুতুল নাচ ও নাটকের অনুষ্ঠানে শিল্পাঞ্জলি গোবরডাঙার সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পাঞ্জলি পরিবারের কনিষ্ঠা সদস্যা শরন্যা বিশ্বাসের কথা বলা পুতুলের অনুষ্ঠান উপস্থিত ছোট বড় সকল দর্শককে মুগ্ধ করে। অন্যতম কর্ণধার শঙ্খব্রত বিশ্বাস জানান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন শিল্পকলাকে অক্ষুন্ন রাখতে কতিপয় স্কুল শিক্ষককে পুতুল নাচ ও নাটক প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই শিল্পকলা শেখাবেন। শ্রী বিশ্বাস এদিন পুতুল নাট্যকলার কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত পুতুল নাটকের প্রদর্শন বিষয়ে আলোকপাত করেন। সংস্থার সদস্যা সোমা মজুমদারের পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

মহিলাকে ঘরে বন্দি করে রাখল বাসিন্দারা

প্রথম পাতার পর

চাঁদপাড়া ফুলসরা এলাকায়। অভিযুক্ত মহিলার নাম মায়া ঘোষ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চাঁদপাড়া ফুলসরা এলাকার বাসিন্দা অর্চনা চিন্তাপত্রর ছেলেকে খাদ্য দপ্তরের চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতিবেশী মায়া ঘোষ নামে এক মহিলা বিভিন্ন সময়ে তার কাছ থেকে মোট ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা নিয়েছিল। যদিও তিনি অর্চনার ছেলেকে চাকরি করে দেননি। অভিযোগ, বর্তমানে মায়া ঘোষের কাছে টাকা ফেরত চাইলে তিনি টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। দিন কয়েক ধরে টাকা চেয়ে কোন ফল না মেলায় এদিন সকালে স্থানীয়রা মায়া ঘোষকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসে অর্চনার বাড়িতে আটকে রাখে এবং টাকার দাবি করে। অর্চনা দেবী বলেন, "মায়া ঘোষের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি করেন। মায়া তার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে তার ছেলেকে খাদ্য দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা নেন। বর্তমানে তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করেছেন।" তিনি মায়ার বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মায়া ঘোষ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সভার আয়োজক কারা, বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

তখন সেই সভায় গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর এবং শান্তনু ঠাকুরকে দেখা যায়নি। এবার তারা সেই সভার পাল্টা সভা করে শুভেন্দু অধিকারী, নিশীথ প্রামাণিককে আনার চেষ্টা করছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত একটা দল। এরা উন্নয়ন করে না, মানুষের পাশে থাকে না। এরা আবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে কী লড়াই করবে!"

২০২৪ সালের আগে সিএএ লাগু করা নিয়ে বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ তৃণমূলের মমতা ঠাকুর বলেন, "ভোট আসলেই বিজেপির পক্ষ থেকে সি এএ নিয়ে ভাঁওতা দেওয়া হয়। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তাই বিজেপি ভাঁওতা দিতে আসরে নেমে পড়েছে। মতুয়ারা আর বিভ্রান্ত হবেন না। মতুয়ারা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ মতুয়ারা ভোট দেয়। তাঁরা সবাই নাগরিক।

৬ মায়ানমারের বাসিন্দা ধৃত

প্রথম পাতার পর

তাদের সঙ্গে রয়েছে ১ বছর ও তিন বছরের দুই শিশু। তারা মায়ানমারের বাসিন্দা। তাদের সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছে বাগদার বাসিন্দা শাহিদুল মোল্লা নামে এক দালাল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা বাগদার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকে। দালাল সহিদুল শিয়ালদা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ধৃতদের বাগদা থেকে এনে চাঁদপাড়া বাজার এলাকায় দাঁড়িয়েছিল।

ধৃতদের ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে জানা গিয়েছে। এদিন সকালে ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

বনগাঁয় শুরু তেলের লক্ষ্যে খনন কার্য

প্রথম পাতার পর

তেলের অনুসন্ধান শুরু করেছে ওএনজিসি। ওরা মনে করছে, এখানে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডার রয়েছে। তা নিশ্চিত হতেই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বনগাঁ শহরসহ আশপাশের বেশ কিছু এলাকায় অনুসন্ধানের কাজ চালানো হবে তাদের পক্ষ থেকে। সেই মর্মে একটি নোটিফিকেশনও জারি হয়েছিল।

শক্তিগড়ের বাসিন্দা কৃষ্ণ অধিকারী বলেন, "পশ্চিমপাড়া এলাকায় মাটি খুঁড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্মীরা। নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে। আবার কুড়ি দিন পরে আসবে বলে জানিয়েছে ওরা। বনগাঁ দেবগড় এলাকার বাসিন্দা বলাই সিকদার বলেন, "গতকাল আমাদের এখানে মাঠের মধ্যে পাইপ পুঁতে তার দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কর্মীরা।

যদি তেল গ্যাস পাওয়া যায়, তাতে বনগাঁ তথা দেশের উপকার হবে। বেকারদের কর্মসংস্থান হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া না গেলেও এই ঘটনায় আশায় বুক বেঁধেছে বনগাঁ শহরের বাসিন্দারা।

প্রসঙ্গত অশোকনগর এলাকায় কয়েক বছর আগে একইভাবে খনিজ তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান শুরু করেছিল ওএনজিসি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সেখানে তেলের সন্ধান মিলেছে।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- ১০ গ্রাম সোনার জুয়েলারী ক্রয়ের উপর থাকছে ২৪ ক্যারেট সোনার কয়েন সম্পূর্ণ ফ্রিতে।
- ১০০ গ্রাম রূপার জুয়েলারী ক্রয়ের উপর থাকছে রূপার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ ফ্রিতে।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার মুদ্রা মহোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশ জুড়ে মুদ্রা মহোৎসব প্রকল্প চালু করেছেন। এই প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক গুলোকে সামিল করা হয়েছে। এ কাজে এগিয়ে এসেছে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। গত ২২ নভেম্বর স্টেট ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখা মুদ্রামহোৎসবের আয়োজন করে। স্থানীয় আইরিশ হেল্থ সেন্টার এর

সভাগৃহে উপস্থিত মহিলাদের শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার মিঃ রাজীব রঞ্জন, সহকর্মীদের নিয়ে সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন আইরিশ এর কর্ণধার অভিজিৎ টিকাদার।

এদিনের মুদ্রা মহোৎসবে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্কের বনগাঁ শাখার চিপ ম্যানেজার দীপক গাইন, হাবড়া শাখার চিপ ম্যানেজার রিন্টু হালদার, মনতোষ বিশ্বাস, ছিলেন এস বি আই এর আধিকারিক সৌভিক সরকার, জয়দীপ দাস ও অনুপম সরকার, চাঁদপাড়া শাখার প্রবন্ধক পবিত্র কুমার দে, ছিলেন এম এস এম, ই র সহ অধিকর্তা আচিন্ত্য ভট্টাচার্য প্রমুখ। উদ্যোক্তারা সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। উপস্থিত সাংবাদিকগণকেও বরণ করা হয়। ব্যঙ্ক আধিকারিক জয়দীপ দাস বলেন, মুদ্রা মহোৎসব অথ্যাৎ মুদ্রা লোন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি জনমুখী প্রকল্প। এই প্রকল্পে বেকার যুবক যুবতীগণ ব্যবসা করে স্বনির্ভর হবার লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবেন, ১০ লক্ষ টাকা অবধি ঋন নিতে পারবেন। সুদের হাতে ৩.৫ শতাংশ থেকে শুরু। তবে এর জন্য ঋণ গ্রহীতাদের কোন কিছু মর্টগেজ রাখতে হবে না। ঋণ গ্রহীতাদের কারেন্ট এ্যাকাউন্ট ও উদ্যম রেজিষ্ট্রেশন করাতে হবে। চিপ ম্যানেজার সৌভিক সরকার বলেন, এই প্রকল্প থেকে বেকার যুবক- যুবতীদের স্বপ্নের শুরু। এদিন নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ৩০ জন ব্যক্তিকে স্যাংশান লেটার প্রদান করা হয়। বনগাঁর পাল্লা বাজারের স্বর্ণকার পরেশ চন্দ্র কর্মকার স্যাংশান লেটার হাতে নিয়ে বলেন, এই ঋণের অর্থ আমাকে ব্যবসা করে দাঁড়াতে সহযোগিতা করবে। পাটনার শিপে ব্যবসা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদেরও ব্যবসা করার জন্য এই প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হবে বলে সৌভিকবাবু আরও জানান।

সবুজ সংঘের হনুমান পুজোয় বহু ভক্তসমাগম

নীরেশ ভৌমক ঃ আট বছর আগে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয় গ্রামের চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর সড়কে একটি হনুমানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। পাড়ার মানুষজন সেই হনুমানটির শেষ কৃত্য ও শ্রাদ্ধ শান্তি করেন শাস্ত্র মেনেই। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল মণ্ডল শ্রাদ্ধ কার্য সম্পন্ন করেন। সেই থেকে প্রতিবৎসর ২১ নভেম্বর হনুমানটির মৃত্যু দিনে তার স্মৃতিতে স্মরণোৎসব করে আসছেন স্থানীয় ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের সদস্যগণ। নির্মান করেন বীর হনুমানজীর মন্দির। পুজো অর্চনা হয় নিয়মিত। এবারও ২১ নভেম্বর পবনপুত্র হনুমানজীর পুজোর আয়োজন করেন ক্লাবের সদস্যগণ।

স্থানীয়রাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পুজো উপলক্ষে বসে মেলা। অস্থায়ী মঞ্চে ৪ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। ২২ নভেম্বর সন্ধ্যায় শাড়ি ও মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, সদস্য কাজল ঘোষ, চিন্ময় ভক্ত, কৃষেন্দু দাস, প্রাক্তন সদস্য উত্তম লোধ প্রমুখ।

ক্লাব সভাপতি রামশংকর রায় উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দুস্থ গ্রামবাসীগনের হাতে বস্ত্র ও মশারি তুলে দিয়ে সবুজ সংঘের সদস্যগণের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বস্ত্র বিতরণ শেষে রামপুর সৃজন এর কুশীলবগণ পরিবেশিত সংগীত ও নৃত্য নাট্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত মানুষজনের মনোরঞ্জন করে। ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার বিধান সভা ফেরার পথে সবুজ সংঘের অনুষ্ঠানে চলে আসেন। উদ্যোক্তারা বিধায়ক শ্রী মজুদারের হাত দিয়ে এদিন শাড়ি কম্বল ও মশারি তুলে দেন। ছিলেন ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা অপর্না মন্ডল রাতে অনুষ্ঠিত হয় বাউল সংগীতানুষ্ঠান। ক্লাব সদস্য গণেশ, সন্তোষ রতন, শামল, রামশংকর ও আল্পনা প্রমুখের উদ্যোগে সমস্ত অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

সোনালী সংঘের রাস উৎসবে কম্বল প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৬ নভেম্বর এক বর্ণাঢ্য শোভযাত্রার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘের দু'সপ্তাহ ব্যাপী শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব ও মেলার ২০ নভেম্বর রাস উৎসবের রজত জয়ন্তী বর্ষের শেষে দিনে আয়োজিত শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের বর্ষিয়ান সদস্য অনিল কুমার বিশ্বাস, ছিলেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, সদস্য কাজল ঘোষ ভক্ত, কৃষেন্দু দাস, রথীন পোদ্দার, ডাঃ সমীর মন্ডল, সমাজকর্মী শান্তিময় চক্রবর্তী, কপিল ঘোষ, কৃষ্ণ চৌধুরী, সমীর হাজারা, উত্তম লোধ, জয়দেব বর্ধন, সুভাষ মহন্ত প্রমুখ ক্লাবের কর্ণধার অনুপ সেনগুপ্ত, বিধান দাস, দিব্যেন্দু পাল, প্রমুখ। সকল অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান, সদস্যগণ সকলকে উত্তরীয়, ব্যাজ ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ এই রাস উৎসব সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সোনালীর সংঘের সকল সদস্যগণকে অভিনন্দন জানান। বিগত বছরগুলির মতো এবারও ক্লাবের উদ্যোগে এলাকার দুই শতাধিক দুস্থ মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

শীতের শুরুতেই শীতবস্ত্র কম্বল পেয়ে অতিশয় খুশি গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষজন। কম্বল বিতরণ শেষে অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠানে সিরিয়াল অভিনেত্রী ইধিকা পালের সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমন্ডলীকে মুগ্ধ করে।

বনগাঁর পর বর্ধমানে বাণীপুর সুন্দরম-এর

নীরেশ ভৌমিক ঃ বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের বনগাঁ শাখার দীপাবলী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ১০ নভেম্বর। এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় নীলদর্পন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে পরস্পরের সাথে শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সম্মেলনে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল হাবড়ার বাণীপুরের সুন্দরম ড্যান্স ইনস্টিউশনের নৃত্যানুষ্ঠান। পুরস্কার প্রাপ্ত স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী সুজিত কর্মকার ও রেশমী কর্মকারের পরিচালনায় ঘন্টাদুয়েকের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান 'গণেশ বন্দনা' সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠান শেষে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রী কর্মকারকে বিশেষ সংবধনা জ্ঞাপন করেন উদ্যোক্তারা। ১২ নভেম্বর বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী শ্রাবনী চক্রবর্তীর ঘুঙরু ডান্স একাডেমীর আমন্ত্রণে নৃত্যানুষ্ঠান করে এলেন হাবড়ার বাণীপুর সুন্দরম এর নৃত্যশিল্পীরা। বর্ধমানের কুল্টি ক্লার প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, বিশিষ্ট অভিনেত্রী সৌমিলী বিশ্বাস, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সুজিত কর্মকার, সমাজকর্মী যতীন গুপ্ত ও ইন্দ্রানী গুপ্তা, ছিলেন রামবালক শর্মা, গৌরহরি গাঙ্গুলী, স্বপন চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাণীপুর সুন্দরম এর নৃত্যানুষ্ঠান। স্বনামধন্য শিল্পী সুজিত কর্মকারের একে নৃত্য সমবেত সুধীজনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

TOTAL 126 POST

- Business Developement Executive
- Marketing Executive
- Accountant
- DTP Operator
- Telecaller
- Software Engineer
- Operation Executive
- Dairy Firm
- Publication House
- ITI-Electrician
- ITI-Automobiles
- Export House
- Logistics Sector
- Hospitality
- Receptionist

ABOUT OUR COMPANY

Sopos Group is a global company, headquartered in India, composed of several independent companies.

SELECTION PROCEDURE:

Written Test + Group Discussion + Personal Interview = Selection

Wages = Salary + Incentive

Bongao Branch

+03215-356523
+91 9907 488 865

www.soposgroup.com
info@soposgroup.com

No.1 rail gate
Bongaon

পরমা বুটিক

হাতে বোনা শাড়ির সম্ভার। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শাড়ির কালেকশন রয়েছে।

6297116676

গোবরাপুর, বনগাঁ, উত্তর চব্বিশ পরগনা

Follow us on Instagram - https://www.instagram.com/paramaboutique/

Follow us on Facebook - https://www.facebook.com/paramagopa?mibextid=ZbWKwL

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**